Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 100-106
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

যাজ্ঞবল্ক্য-উপনিষৎ অবলম্বনে সন্ন্যাস-এক অধ্যয়ন

প্রীতিরঞ্জন মাঝী
গবেষক, সংস্কৃত,পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

Abstract

Since the very ancient age Bharat is remained significant for its rich culture and tradition. Almost all the sacred books are promulgated based on the altimate goal, salvation. The Vedas are the holder and conveyor of Indian tradition.

The supreme principle of all Vedas is layed in the Upanisads. Upanisads are the last but the most important part of vedic literature. Therefore it is called the jnanakanda or the knowledge section of vedic literature. There are so many Upanisads related to different Vedas. Among them only few are brought to light and many more are got missed or just preserved as manuscripts. The Yajnavalkyopanisad is one of the minor upanisads affined to Sukla-Yajurveda. The Upanisad is based on many psychic valuable topics like the prolish details of holding recession, futility of the material world etc., discussed during the conversation between king Janaka and saint Yajnavalkya. The presenting paper is discussing on the Defination, duties and prohibition of the hermits.

Keywords: Yajnavalkya, Sannyasa, Ashrama, Vairagya, Isti, Upavita, Paramahamsa.

উপনিষদ্ ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। উপনিষদ্ বৈদিকসাহিত্যের অন্তিম পর্যায় যেখানে সমস্তবেদের নির্যাস রহস্যাকারে সুরক্ষিত আছে। উপ তথা নি-উপসর্গপূর্বক ষদ্ ধাতু থেকে ক্বিপ্-প্রত্যয় যোগ হয়ে উপনিষৎ-এই স্ত্রীলিঙ্গান্ত পদটির উৎপত্তি হয়েছে। ষদ্ ধাতুর প্রয়োগ বিশরণ, গতি এবং অবসাদন অর্থে হয়। তদনুসারে উপনিষৎ পদটিরও তিনটি অর্থ হয়। উপনিষদের দ্বারা যাবতীয়কর্মবন্ধন এবং সাংসারিক অবিদ্যার বিনাশ হয়, তথা ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি হয়। তাই বেদান্তসম্মত প্রস্থানত্রয়ীর মধ্যে উপনিষদ্ অন্যতমপ্রস্থান। এই উপনিষদ্ সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুক্তিকোপনিষদে ১০৮টি উপনিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্যে আদিশঙ্করাচার্য যে ১০টির ভাষ্য রচনা করেছেন সেগুলিকে মুখ্য উপনিষদ্ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অবশিষ্ট উপনিষদ্ গুলিকে গৌণ উপনিষদ্ বা অপ্রধান উপনিষদ বলা হয়। ১০৮টি উপনিষদের প্রতিপাদ্যবিষয় ভিন্ন ভিন্ন। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বেদান্তসিদ্ধান্তপ্রতিপাদনে সমৃদ্ধ, কয়েকটিতে যোগের উপদেশ বর্ণনা করা হয়েছে আবার কয়েকটি উপনিষদ্ সন্ন্যাসধর্মবিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত।

সন্যাসধর্মপ্রতিপাদক উপনিষদগুলির মধ্যে অন্যতম একটি গৌণ উপনিষদ্ হল যাজ্ঞবল্ক্য-উপনিষদ্। মুক্তিকোপনিষদের **গোপালতপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরাহকম্** এই বাক্য অনুসারে ৯৭তম উপনিষদরূপে উক্ত

উপনিষদের নাম উল্লিখিত। মুক্তিকোপনিষদে শুক্লযজুর্বেদেসম্বন্ধী ২৯টি উপনিষদের নাম পাওয়া যায়, যার মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য-উপনিষদ্ অন্যতম।

যাজ্ঞবল্ক্য কথাটির অর্থ যজ্ঞের বক্তা বা উপদেষ্টা। বক্তযতীতি বক্ত বক্তা, যজ্ঞস্য বক্তো বক্তা, তস্য গোত্রাপত্যম্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। বৈদিকযুগের যে সমস্ত ক্রান্তদর্শী ঋষিদের নাম পাওয়া যায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যাজ্ঞবল্ক্যমুনি শুক্লযজুর্বেদের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিম্বদন্তী আছে- যাজ্ঞবল্ক্য ছিলেন মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য। মহর্ষি বৈশম্পায়ন যজুর্বেদের বিন্যাসের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত কার্য সম্পাদনে তাঁর সহায়তা করছিলেন। কোনো কারণে মহর্ষি বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যাপাপে দুষ্ট হলে স্বীয় যজ্ঞীয় ক্ষমতার দ্বারা শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে পাপমুক্ত করতে চাইলেন কিন্তু প্রস্তাবিত যজ্ঞের পদ্ধতি বিষয়ে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। ফলে শিষ্যের প্রতি রুষ্ট গুরু বৈশম্পায়ন তাঁর দ্বারা দত্ত সমস্ত বিদ্যা ফিরিয়ে দিতে শিষ্যকে আদেশ করেন। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য সমস্ত অধীত বিদ্যা বমন করে দিলেন এবং নিজে সূর্যের উপাসনা করে পুনরায় বেদবিদ্যা প্রাপ্ত করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যে বিদ্যা বমন করেছিলেন তাকে অন্য একজন শিষ্য তিতিরী পাখীর রূপ ধারণ করে আত্মস্থ করে নিলেন। তাঁর দ্বারা রচিত উপনিষৎ পরবর্তীকালে তৈত্তিরীয় উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ হল। পক্ষান্তরে সূর্য থেকে গৃহীত বিদ্যার আধারে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্বেদ প্রণয়ন করলেন।

সময়ক্রমে বেদের কর্মকাণ্ডযুগের অবসান হয়ে জ্ঞানকাণ্ডযুগের সূত্রপাত হলে উপনিষদসাহিত্য প্রভূত বিস্তার লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্যমুনির নাম দুটি মুখ্য উপনিষদের সাথে যুক্ত যথা- বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ এবং ঈশোপনিষৎ। এতদতিরিক্ত গৌণ উপনিষদগুলির মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ-জাবালোপনিষৎআদি একাধিকের সাথেও ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের নাম সংশ্লিষ্ট। যাজ্ঞবল্ক্যমুনির নামানুসারে আলোচ্য উপনিষৎটি বিদেহদেশের অধিপতি রাজা জনকের সন্ন্যাসলক্ষণবিষয়ক জিজ্ঞাসায় আরম্ভ হয়ে সন্ন্যাসধর্মের কর্তব্যাকর্তব্যবিষয়ক নানান তত্ত্বসম্বলিত ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ।

গুরুশিষ্যের পবিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়ে অনাদিকাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে জ্ঞানের প্রবাহ। তাতেই ভারতবর্ষের বিদ্যাসম্পদ রক্ষিত আছে। গুরু স্ব-অধীত সমস্ত বিদ্যা উপযুক্ত শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত করান, যাতে সৃষ্টির পরবর্ত্তি প্রজন্ম মহান্ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়। নিষ্ঠাবান্ শিষ্য গুরুর নিকটে সংপূর্ণ সমর্পণভাবনা নিয়ে বিদ্যা লাভ করেন। যার ফলে প্রশস্ত হয়ে উঠে তাঁর আত্মিক উত্তরণের পথ, সাথে সাথে সমাজের প্রতিও তিনি উন্মুক্ত করে যান এক সুস্থ বিচারধারার। উপনিষদগুলিতে স্থানে স্থানে গুরুশিষ্য-সম্বাদের অবতরণে পরম গুহ্যতত্ত্বের আলোচনা দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য উপনিষদটিও গুরুশিষ্যের সম্বাদ মধ্য দিয়ে বিস্তারিত / গভীর তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত। এখানে ব্রহ্মর্ষি রাজা জনক জ্ঞানগ্রাহী/ বিদ্যাপ্রার্থী শিষ্য এবং তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু হলেন ব্রহ্মজ্ঞ মুনি যাজ্ঞবল্ক্য। ব্রহ্মর্ষি জনক সন্ন্যাস বিষয়ক নিজের জিজ্ঞাসার নিরসনের জন্য উদাত্তভাবনায় নিবেদন করেছেন- ভগবন্সংন্ন্যাসমনুব্রুহীতি। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্১ যার প্রত্যুত্তরে মানবজীবনের শেষ সোপানের বহু তত্ত্ব মুনি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশের মাধ্যমে পল্লবিত হয়েছে।

ভারতীয়পরম্পরানুসারে মানবজীবনে চারটি পর্যায় দিয়ে গতিশীল। এই চারটি পর্যায় চারটি আশ্রম নামে উল্লিখিত হয়। যথা- ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাস। নির্ধারিত সময় ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে। মনুস্মৃতিতে নির্দিষ্ট আছে—

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্যো গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ।। মনুস্মৃতি ৩/২
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম্। তত্রৈব ৩/৪

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী তিনটির দুটির বা একটি বেদের অধ্যয়ন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। গুরুর আজ্ঞাপ্রাপ্ত গৃহস্থাশ্রমী বিধি অনুসারে উপযুক্ত কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গৃহে অগ্নিস্থাপনাপূর্বক গৃহস্থধর্মের পালন করেন।

গৃহস্থাশ্রমের পরবর্তী সোপান হল বানপ্রস্থাশ্রম। গৃহস্থাশ্রমের উপভোগ্য সমস্ত বিষয়ের পরিত্যাগপূর্বক পরিণত বয়সে বনে গমন হল বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থাশ্রমে সর্বদা আত্মতত্ত্বের বিবেচনার ফলে বৈরাগ্য জাত হয় যে বৈরাগ্য পরবর্তি সন্ন্যাসাশ্রমের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু বানপ্রস্থাশ্রমের পরই সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করা যায় এটা বলা যায়না। আশ্রম-এর ক্রম এখানে নিয়ামক নয়। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য বা বিষয়ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণাই সন্ন্যাসধর্মের প্রযোজক হয়। তাই উপদেশকালে মুনি-যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন- ব্রহ্মচর্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহাৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ১

সম্যক্ ন্যাস বা সর্বতো ভাবে জাগতিক বিষয় সমূহের ত্যাগই সন্ন্যাস। সন্ন্যাস হল আত্মার অস্তিত্ব অবগমনের স্থান। আত্মা বা ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বস্তু সন্ন্যাসীর অবলম্বন হয়না। তাই যথানির্দিষ্ট ক্রমে ব্রহ্মচর্য-গৃহস্থ-বানপ্রস্থাশ্রমধর্ম পালনীয়। তদনন্তর সন্ন্যাসধর্মে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু যদি বৈরাগ্য অতিপ্রবল হয় তাহলে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরে কিম্বা গৃহস্থধর্মের পরেও সন্ন্যাস ধর্মের পালন করা যেতে পারে। তাৎপর্য্য হল- বিদ্যাগ্রহণনিমিত্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রতী হওয়া বিধেয়। ব্রহ্মচর্যকালে যদি বৈরাগ্যের উদ্রেক না হয় তাহলে উক্ত আশ্রমের সমাপন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়। গৃহস্থাশ্রমী যথাশক্তি নিষ্কাম হয়ে সৎকর্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা কালাতিপাত করেন। এই অবস্থাতে যদি সাংসারিকবিরক্তি না জন্মায় তাহলে গৃহস্থাশ্রম যাপন করে বানপ্রস্থী হন এবং তদনন্তর সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করেন। কিন্তু যদি ব্রহ্মচারী অবস্থাতে অথবা গৃহস্থাবস্থাতে জাগতিকবিষয়ের প্রতি অনাসক্তি জাত হয় তাহলেও সেই আশ্রমের ন্যাসপূর্বক সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনীয়।

মোহমায়াদি মনুষ্যকে জাগতিক বিষয়ের মধ্যে বদ্ধ করে। বৈষয়িক কামনা বাসনাই পরমতত্ত্বলাভে প্রতিবন্ধক হয়। ফলে বৈরাগ্য জাত না হওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাসধর্ম অনবলম্বনীয়। সন্ন্যাস হল জীবনের অন্তিম পর্যায় যেখানে একমাত্র পরমসত্তা ব্রহ্ম ব্যতীত মনুষ্যের অন্য কোনো ধ্যেয় থাকেনা। ফলতঃ মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে সমস্ত জাগতিক বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে সন্ন্যাসধর্মে ব্রতী হতে হয়। যে মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র রূপে স্বধর্মের নির্বহন করেন, তিনি পরিণত বয়সে সমস্ত ভোগবিলাস ত্যাগ করে বনে একান্ত জীবন ব্যতীত করেন। এই প্রসঙ্গে কালিদাসের উক্তি স্মরণীয়—

ভবনেষু রসাধিকেষু পূর্বং ক্ষিতিরক্ষার্থমুশন্তি যে নিবাসম্।
নিয়তৈকযতিব্রতানি পশ্চাত্তরুমূলানি গৃহীভবন্তি তেষাম্।।

অভিজ্ঞানশাকুন্তল সপ্তম অঙ্ক ২০

বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে তৎক্ষণাৎ প্রব্রাজ্য গ্রহণীয়। তখন বৈরাগী নিজেকে জপধ্যানাদি ব্রতে ব্রতী অথবা অব্রতী, সমগ্রবেদাধ্যয়নের ফলে স্নাতক অথবা অনধীতবেদসকল-অস্নাতক, স্ত্রীমরণের ফলে উৎসন্নাগ্নি অথবা অসংস্কৃত হওয়ায় নিরগ্নিকরূপে বিবেচন করা উচিৎ নয়। যে মুহূর্ত্তে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় সেই দিবসেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিৎ। তাই বলা হয়েছে- যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ১

ভারতীয় পরম্পরায় অগ্নি অশেষ গুরুত্ববহন করে। সুতরাং সমস্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বা কর্মসমূহ অগ্নি-আধারিত। সন্ন্যাস হল সমস্ত কর্মের অবসান, সকল যজ্ঞের পরিসমাপ্তি এবং অগ্নির নির্বাপনকাল। সেইহেতু সন্ন্যাসী হন নিরগ্নি বা অগ্নির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। তাই ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য জাগতিক বস্তুসকল থেকে বিরক্ত আহিতাগ্নিগৃহস্থদের কর্তব্য বিষয়ে বললেন- আগ্নেয়ীমেব কুর্যাৎ। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ২ অর্থাৎ অগ্নির উদ্দেশ্য ইষ্টি বা যজ্ঞ করা উচিৎ। অগ্নি চেতনস্বরূপ। অগ্নির্হি প্রাণঃ অর্থাৎ অগ্নি হল প্রাণস্বরূপ। অগ্নির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করলে প্রাণনশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। প্রাণরূপে বা চৈতন্যরূপে শরীরে বর্তমান অগ্নিই মনুষ্যকে ক্রিয়াশীল করায় অতএব সন্ন্যাসী অগ্নিকেন্দ্রিক বাহ্যপরিচর্যা বা ক্রিয়াকর্ম

ত্যাগ করলেও অন্তরাগ্নিরূপ শক্তিস্রোত কারণীভূত প্রাণের সেবা করে থাকেন। তাই মন্ত্রে প্রাণকে অগ্নির যোনি বলে নির্দেশ করে বলা হয়েছে।

অযং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ।
তং জানন্নগ্ন আরহাথা নো বর্ধযা রয়িম্।। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ২

অর্থাৎ দীপ্তিমান্ অগ্নি প্রাণ থেকে উৎপন্ন হয়। তাই সেই প্রাণই অগ্নির যোনি বা আদিস্থান। অগ্নি উন্নতির প্রতীক। প্রাণরূপ অগ্নি বা তেজ আত্মিকবিকাশের মাধ্যম। তার মাধ্যমে জাগতিক পারলৌকিক সুখাদি থেকে বিরক্ত মনুষ্যের পরমশান্তির উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি জন্মে। তাই মহাভারতেও বলা হয়েছে—

উত্তান আস্যে ন হবির্জুহোতি লোকস্য নাভির্জগতঃ প্রতিষ্ঠা।
তস্যাঙ্গমঙ্গানি কৃতাকৃতং চ বৈশ্বানরঃ সর্বমিদং প্রপেদে।। মহাভারত, শান্তি ২৪৫/২৩

অর্থাৎ যে সাধক মুক্তকণ্ঠে প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আহুতিপ্রদান না করে, মন, ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মাতে আহুতিরূপে লীন করে দেন, তাঁর সমস্ত অঙ্গসমুদায় তথা কৃতাকৃত কর্মসমূহ অগ্নির অবয়ব হয়ে যায়। সেই অগ্নি সৃষ্টির আরম্ভথেকেই নাভিস্থলে বিরাজমান। আবার তিনিই সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন।

কেহ কেহ শরীরের আধারভূত সত্ত্ব তমস্ এবং রজস্- এই গুণত্রয়ের উদ্দ্যেশে ইষ্টি করে থাকেন। সন্ন্যাসী গুণত্রয়াধারিত ক্রিয়ার বিসর্জনপূর্বক অত্রিগুণ পরমসত্তায় বিচরণ করেন। সুতরাং সন্ন্যাসকালে এই গুণত্রয়ের উদ্দেশ্যে ত্রৈধাতবীয়-ইষ্টির নির্দেশ করা হয়েছে। এই গুণত্রয়ই ক্রিয়ার আধার। সেই আগ্নেয়-ধাতুত্রয়ের উদ্দেশ্যে অথবা অগ্নির উদ্দেশ্যে ইষ্টিবিধান করে আঘ্রাণ করার নির্দেশ করে বলা হয়েছে এষ হ বা অগ্নের্যোনির্যঃ প্রাণঃ। প্রাণং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ২ অর্থাৎ প্রাণই অগ্নির যোনি, সেই প্রাণে অগ্নি অধিষ্ঠিত হোক। সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক নিরগ্নিকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে গ্রাম থেকে অগ্নি সংগ্রহ করে পূর্বোক্ত প্রকারে আহুতি প্রদান করবে অথবা অগ্নির প্রাপ্তি না হলে জলের উদ্দেশ্যে সর্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহা বলে আহুতি প্রদান করবে, যেহেতু বলা আছে আপো বৈ সর্বাঃ দেবতাঃ যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ৩ অর্থাৎ জলেই সমস্ত দেবতারা অবস্থান করেন।

ভারতীয় মান্যতা অনুযায়ী যজ্ঞোপবীতধারণ ব্রাহ্মণদের অবশ্য কর্তব্য। যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ পদে অভিহিত হন। পারস্কর গৃহ্যসূত্র বলা হয়েছে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করেছিলেন তাই আয়ু, বল, বুদ্ধি এবং সমৃদ্ধির জন্য উপবীতধারণ করা উচিৎ।

যেনেন্দ্রায় বৃহস্পতির্ব্যস্তঃ পর্যদধাদমৃতং নেনত্বা।
পরিদধাম্যায়ুষ্যে দীর্ঘায়ুত্বায় বলাপি বর্চসে। পারস্কর গৃহ্যসূত্র ২/২/৭

ব্রহ্মোপনিষদেও বলা হয়েছে—

যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎসহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষামগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।। ব্রহ্মোপনিষদ্ ৫

অর্থাৎ প্রজাপতি ঈশ্বর সবার জন্য পরম পবিত্র যজ্ঞোপবীতের নির্মাণ করেছেন। যজ্ঞোপবীত আয়ুবর্ধক, বলবর্ধক এবং তেজবর্ধকরূপে নির্দিষ্ট। অতএব যজ্ঞোপবীতধারণ করা উচিৎ। কিন্তু সন্ন্যাসধর্মে ব্রতী হতে ইচ্ছুক সাধক প্রথমে শিখাদণ্ডাদি সহিত যজ্ঞোপবীতকেও ত্যাগ করেন এবং ত্রিবার-সত্যপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। একথা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে স্পষ্ট—

শিখাং যজ্ঞোপবীতং ছিত্বা সন্যস্তং ময়েতি ত্রিবারমুচ্চরেৎ। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ৩

স্বতঃ প্রশ্ন হয় যজ্ঞোপবীত-এর ত্যাগ করে যিনি যজ্ঞোপবীতহীন হন তাঁকে কিভাবে ব্রাহ্মণ বলা যাবে? যেহেতু ক্রিয়াঙ্গযজ্ঞোপবীতধারণকারীই ব্রাহ্মণরূপে লোকে প্রসিদ্ধ। এই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে যাজ্ঞবল্ক্যাযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ? যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ৪ – অত্রি মুনির এই প্রশ্নে। উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন- ইদং প্রণবমেবাস্য যজ্ঞোপবীতং য আত্মা। অর্থাৎ প্রণব বা ওঁকার হল সন্ন্যাসীর উপবীত। সন্ন্যাসী সর্বদা প্রণবের জপে রত থাকেন। যজ্ঞোপবীত যেমন সর্বদা ধারণ করা বিধেয়, সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে সেরকম প্রণবের উপাসনা নির্দিষ্ট হয়েছে।

বেদাদি সমস্ত আগমশাস্ত্রে প্রণবের মহিমা পাওয়া যায়। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, শাশ্বত এবং পরম তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলা আছে- অক্ষরং ব্রহ্ম পরমম্- অর্থাৎ জ্ঞান-অজ্ঞান-কালাদি দ্বারা যার ক্ষয় হয়না, সেই পরম তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলা হয়। পণ্ডিতগণ সেই পরমতত্ত্বকে অক্ষররূপে জ্ঞান করেন। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকোপনিষদে গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে মুনিযাজ্ঞবল্ক্যের সমাধান স্মরণীয়—

এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রহ্মণা অভিবাদন্তি ইত্যাদি। *বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩/৮/৮*

প্রণব সেই পরমেশ্বরের বাচক। যোগসূত্রে আচার্য পতঞ্জলি বলেছেন- তস্য বাচকঃ প্রণবঃ যোগসূত্র, সমাধিপাদ ২৭

অর্থাৎ গো শব্দের দ্বারা যেমন লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট গোরুর বোধ হওয়ায় গো শব্দটি গোরুর বাচক সেরকমই প্রণব ব্রহ্মের বাচক। ভূত, ভবিষ্যত এবং বর্তমান সব কিছু এই প্রণবের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। আত্মাও প্রণবরূপে সূচিত হয়েছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা আছে- সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ২ ইত্যাদি। এই প্রণবের ধ্যানই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমরূপে স্বীকৃত। যেমন মুণ্ডকোপনিষদে উপদিষ্ট হয়েছে

ওমিত্যেবংধ্যাযথ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ। *মুণ্ডকোপনিষৎ ২.২.৬*

অর্থাৎ ওঁকার রূপে আত্মার ধ্যান করা উচিৎ। তার দ্বারা অজ্ঞান দূর হয় এবং কল্যাণ সাধিত হয়। সন্ন্যাসী সর্বদা প্রণবের মাধ্যমে পরমসত্তার ব্রহ্মের ধ্যানে যুক্ত থাকেন। বেদসকলও ব্রহ্মপরক হওয়ায় ব্রহ্মই একমাত্র ধ্যেয় এবং ত্রয়ীবিদ্যা মুক্তিপ্রদ- এই রূপ দৃঢ়সংকল্প হয়ে সন্ন্যাসী ওঁকারের ধ্যান করেন। এই প্রণবই সন্ন্যাসীর উপবীত। সুতরাং বাহ্য-উপবীতহীন হলেও তাঁকে অব্রাহ্মণ বলা যায়না।

বাহ্য আচরণ আত্মিক উত্তরণের প্রতীকমাত্র। তাই সন্ন্যাসীদের জন্য ঔপচারিকরূপে বাহ্য পরিপাটী ত্যাগ করে আত্মিকভাবে নিজেকে পরমসত্তারূপে অনুভব করা বিধেয়। শারীরিক শুচিহীনের ন্যায় চোর-ব্যাঘ্র-ব্যাধি আদিদ্বারা অভিভূত বা সন্ত্রস্ত মনুষ্য সন্ন্যাসধর্ম পালনে অসমর্থ হয়। ভোগ্য দ্রব্য মনুষ্যের বাহ্যপ্রাণবৎ প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব অন্যের দ্রব্যের হরণ প্রাণহরণের মত পাপবহ। পরদ্রব্যে আকাংক্ষা আত্মাকে মলিন করে। এইরূপ মলিন আত্মার দ্বারাও সন্ন্যাসধর্মের নির্বাহ একান্ত অসম্ভব হয়। অতএব শিখাশ্মশ্রুরহিত হওয়ায় মুণ্ডিত এবং শুক্লেতর কাষাবস্ত্রধারণের ফলে বিবর্ণবাস সন্ন্যাসী বাহ্যিক এবং আত্মিকরূপে শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। যেহেতু শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্- তাই শরীরমাত্রই ধর্মের সাধনরূপে সন্ন্যাসীর অবলম্বন, তবুও শরীরের প্রতি সন্ন্যাসী মোহরহিত থাকেন। তৃষ্ণারহিত হওয়ায় সমস্ত জাগতিক পদার্থ তাঁর কাছে তুচ্ছ। তিনি জন্ম, মরণ, পাপ, পুণ্য, হানি, লাভাদি বিষয়ে উদাসীন থাকেন। মহাভারতে বলা হয়েছে—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা। *মহাভারত, শান্তি ১৪৫/৫*

প্রাণধারণের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীদের কিছু ঐহিককর্মের পালন করতে হলেও তাঁরা সমস্ত সুখাদি বাসনা থেকে মুক্ত থাকেন। তাঁরা জীবনের আধারস্বরূপ অন্নের অন্বেষণ করেন কিন্তু সাংসারিক লাভক্ষতির প্রভাবে বিচলিত হননা। সন্ন্যাসী নির্বিকারভাবে কেবল প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্ন ভিক্ষাকারে গ্রহণ করেন। সাংসারিক ভোগ বিলাস

থেকে বীতস্পৃহ হওয়ায় পরমতত্ত্বভিন্ন অন্য কোন বস্তুতে তাঁর অপেক্ষা থাকেনা। এইরূপ সন্ন্যাসী ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত করতে সক্ষম হন।

পরমাত্মাই সকল বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ঈশাবাস্যোপনিষৎ ১ – এই রূপ জ্ঞান হওয়ায় সন্ন্যাসী জাগতিক ভূতসকলের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মকেই উপলব্ধি করেন এবং তাঁরই ধ্যান করে থাকেন। তাই শারীরিকভাবে মানসিকভাবে অথবা বাচিকভাবে সন্ন্যাসী অন্যের অনিষ্ট করেন না। এইরূপ আত্মযোগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ জানতে সক্ষম হন। বলা হয়েছে- পরিব্রাড়্বির্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষমাণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতি। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ৫

পরমহংস সন্ন্যাসীদের সর্বোত্তম কোটির সন্ন্যাসী বলা হয়। পরমহংসন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে তাঁরা অব্যক্তলিঙ্গ এবং অব্যক্তাচার অনুন্মত্ত হলেও উন্মত্তের মত আচরণ করেন। ব্রতিকামিবলিঙ্গানি যেষাং ন সন্তি তে অব্যক্তলিঙ্গাঃ জাবালোপনিষদ্বিবরণ ১ অর্থাৎ সন্ন্যাসধর্মে যাঁরা ব্রতী তাঁদের মত সন্ন্যাসীসুলভ লক্ষণ কিম্বা আচার ব্যবহার এঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়না। তাঁদের মন শিশুর মত সরল এবং গঙ্গাজলের মত পবিত্র হয়ে থাকে। সাংসারিক হানিলাভ, আচার-ব্যবহার থেকে অনেক উর্ধ্বে থাকায় উন্মত্ত না হলেও তাঁদের আচরণ উন্মত্তের মত প্রতীত হয়।

আলোচ্য উপনিষদে সাম্বরপরমহংস এবং দিগম্বরপরমহংস এই ভাবে দুইধরণের পারমহংস্যসন্ন্যাসীদের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। পরস্ত্রীর প্রতি পরাঙমুখ সাম্বরপরমহংস সন্ন্যাসীরা দণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, উপবীতাদি সমস্ত ভূঃ স্বাহা- এই বলে জলে বিসর্জিত করেন এবং আত্মার অন্বেষণ করেন। দিগম্বরপরমহংসসন্ন্যাসীগণ যথাজাতরূপধর হয়ে থাকেন। অর্থাৎ কৌপীনাদি-আচ্ছাদনশূন্য শীতোষ্ণাদিতে সমবুদ্ধি হয়ে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মের অন্বেষণ করেন। তাঁরা বিলাসের অপেক্ষা না রেখে গৃহহীন হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, পরিত্যক্ত জনহীন ভবন, দেবমন্দির, বল্মীক, বৃক্ষমূল, সৈকতাদি নির্জনদেশে রাত্রিযাপন করেন। মহাভারতে বলা আছে—

একশ্চরতি যঃ পশ্যন্ ন জহাতি ন হীয়তে।
অনগ্নিরনিকেতশ্চ গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।। *মহাভারত, শান্তি ২৪৫/৫*

পুণ্যকর্ম এবং পাপকর্ম এই উভয়প্রকার কর্মই বন্ধনের কারণ হয়। পুণ্যকর্ম স্বর্ণময়শৃঙ্খলস্বরূপে এবং পাপকর্ম লৌহশৃঙ্খলস্বরূপে জীবের সাংসারিকদুঃখের কারণ হয়। তাই তত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী এই উভয়বিধ কর্মের ত্যাগ করে নিষ্কাম রূপে পরমেশ্বরের আরাধনায় মগ্ন থাকেন। সেই অবস্থাতে পরমগতি লাভ করে থাকেন। বলা হয়েছে- শুভাশুভকর্মনির্মূলনপরঃ সংন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি স পরমহংসো নামেতি। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ৮

সন্ন্যাসীদের কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বলা হয়েছে সন্ন্যাসী কেবল তাঁদেরকে প্রণাম করেন যাঁরা স্বধর্মাবলম্বী এবং পূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। তদতিরিক্ত কাউকে সন্ন্যাসী প্রণাম করেন না। আশাম্বরো ন নমস্কারো ন দারপুত্রাভিলাষী লক্ষালক্ষনির্বর্তকঃ পরিব্রাট্ পরমেশ্বরো ভবতি। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ৯ অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী নিজেই ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যান। তিনি স্ত্রীপুত্রাদি থেকে আসক্তিশূন্য সমাহিত এবং অসমাহিত এই উভয় অবস্থা থেকে বিনির্মুক্ত পরমেশ্বরস্বরূপে লীন হয়ে যান। সর্বোচ্চস্থানে স্থিত হওয়ায় প্রণামাদি কর্ম তাঁর কাছে প্রয়োজনহীন হয়ে পড়ে।

কামিনীকাংক্ষা সন্ন্যাসধর্মের পরিপন্থী। ভোগেচ্ছা ব্রহ্মলাভের প্রতিবন্ধক। তুচ্ছ শরীরের প্রতি আকর্ষণ পরমতত্ত্বের প্রাপ্তিকে বাধা দেয়। তাই ইন্দ্রিয়ের চপলতায় বিমোহিত না হয়ে বিবেকবান্ সাধক তুচ্ছবিষয়ভোগের অসারত্বকে বিবেচনা করে তার প্রতি বিতৃষ্ণ থাকেন। বলা হয়েছে—

জ্বলিতা অতিদূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ।
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনং চারু দারুণম্।। *যাজ্ঞোবল্ক্যোপনিষদ্ ১৯*

সংসার সর্বথা দুঃখময়। আপাতদৃষ্টিতে সুখরূপে প্রতীয়মান বিষয়ভোগ পরিণামে দুঃখময় হয়। তাই সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়ের চপলতা পরিত্যাগ করে সংযমী হয়ে পরমসত্তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে অবস্থান করেন। ক্রোধ, ঈর্ষাদি মানসিক বিকৃতি একাগ্রতাসাধনে অন্তরায় হয়। তাই সংযমী সাধক বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে অন্তরিন্দ্রিয় মনকেও সংযত করেন। সুখের সন্ধানে নির্গত নিদ্রিত পুরুষ যেমন অচিরে পদস্খলন হয় তেমনই অসংযতেন্দ্রিয় ভোগাভিলাষী মনুষ্য সাংসারিক মায়াবন্ধনে জর্জরিত হয়ে দুঃখলাভ করে। কিন্তু সংযতেন্দ্রিয় প্রবুদ্ধ সন্ন্যাসীগণ জ্ঞানচক্ষুকে উন্মীলিত করে দিব্য প্রকাশকে লাভ করেন।

সংসারের অধিষ্ঠান ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই। ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান। এই শাশ্বতী পূণ্যবাণীকে হৃদয়ঙ্গম করে পরমাত্মার ধ্যানে রত হওয়া মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য। এই সত্য প্রতিপাদিত হয়েছে যাজ্ঞবল্ক্য-উপনিষদে উপস্থাপিত মুনি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে। যথার্থ বলা হয়েছে—

যতীনাং তদুপাদেয়ং পারহংস্যং পরং পদম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্বিদ্যতে মুনিপঙ্গব।। *যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ ৩৩*

মুনি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে প্রতিফলিত শাশ্বত তত্ব কেবল তৎকালীন উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ছিলনা। বরং জাগতিক দুঃখ সন্তপ্ত মানুষের দুঃখমুক্তির জন্য তাঁর বাণী চিরন্তনরূপে প্রতিষ্ঠিত।

নির্বাচিত গ্রন্থসূচী :

1. Vidyasagar Jibanananda, *Muktikopanisad*, Calcutta, 1872
2. Shastri Golapachandra, *Upanisader Kathamrita*, 1979
3. Upadhyay Baladev, *Sanskrit Bangmay ka brihat itihas*, 1st Vedakhanda, 1996
4. Dixit chintamani, *The Samnyasopanisad*, 1929
5. Rajaram, *Upanisadon ki bhumika*, Lahore, 1923
6. Satyananda, *Ekadasopanisatsangraha*, sambat 2032
7. Dwivedi Kapildev, Vedic Sahitya eban Sanskriti, Visvavidyalay Prakasan, Varanasi, 2010
8. Shastri Ramnarayan, *Mahabharat,Santiparva*, Gita press,Gorakhpur
9. Kale M.R, *The Abhijnanasakuntalam of Kalidas*,MLBD,1980
10. Shastri Haragovinda, *Manusmriti*, Chowkhamba Sanskrit Series, Benaras.
11. Bakre Mahadeva Gangadhar, *Grihya sutra by Paraskar*, Munshiram Manoharlal Publishers,Bombay,1982.
12. Madhavananda, *The Brhadaranyak Upanasad*, Advaita Ashrama, Almora.
13. The Pandits of Adyar library, *Dasopanishads*, Adyar library Press, 1935.